Vol-7, No.-2, November 2016 PANCHAKOTesSAYS ISSN : 0976-4968

রুদ্রদামার জুনাগড় প্রশস্তি ঃ একটি ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান

ইন্দ্রাণী মিস্ত্রী [২৭]

বি-দশী জাতি 'জদঁঢ়বভতশ' বা শক পশ্চিমভারত -থ-ক ভারতব-র্ষর অ-নক জায়গায় ত-দর আধিপত্য স্থাপন ক-রছি-লন। রাজা, মহারাজা ইত্যাদি উপাধি-ত তাঁরা ভূষিত ছি-লন না। ক্ষত্রপ, মহাক্ষত্রপ রূপে তাঁরা পরিচিত ছিলেন। ক্ষত্রপ 'ঈশতড়ঁ' ভুক্ত ছিলেন বলে ক্ষত্রপ রূদ্রদামন বলে পরিচিত ছিলেন। পরে তাঁর কীর্তি ও গুনাবলীর জন্যে মহাক্ষত্রন রূপে পরিগনিত হন। প্রজারা তাঁকে মহাক্ষত্রপ রূপে নির্বাচিত করেন।

জুনাগড় শিলা-ল-খ -কবল রুদ্রদাম-নর কীর্তিরই উ-ল্লখ আ-ছ। তাই এটি রুদ্রদাম-নর শিলালেখ নামে প্রসিদ্ধ পেয়েছে। গুজরাতের জুনাগড় নগর থেকে মাইলখানেক পূর্বে গির্নার পাহাড়। তার পশ্চিমপা-শর গা-য় চুড়ার প্রায় কাছাকাছি এই প্রশস্তি উৎকীর্ন র-য়-ছ। ঐ পাহাড়েই অশোকের গির্ণার অনুশাসনগুলি এবং স্কন্দগুপ্তের প্রশস্তি খোদিত আছে। এই অভি-ল-খর ভাষা সংস্কৃত আয়বরনক্ষ-এর ম-ত এই অভিলেখের অক্ষরগুলি দক্ষিন ভারতীয় ব্রাহ্মী বর্ণমালার পূর্বসূরী।

এটির বর্ণনার বিষয় পরোক্ষভাবে রুদ্রদামনের কীর্তিও মহত্ত্ব হলেও প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় গিরিনগরে স্থিত একটি তড়াগ বা হ্রদ বা সরোবরে এবং তার সঙ্গে যুক্ত একটি সেতুবন্ধনের পুনর্নির্মা-নর কাহিনী। সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু হল গিরিনগ-র মাটি ও পাথ-র গড়া সুদর্শন না-ম একটি যথার্থ সুদর্শন হ্রদ ছিল। তা-ত ছিল একটি স্বাভাবিক -সতু আর আবর্জনা -বর হওয়ার জন্য কতকগুলি প্রণালী বা জলনালী।

তারপর মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের রাজত্বকালে ৭২ শকাব্দে একসময় প্রচন্ড বৃষ্টি ও ভয়ঙ্কর ঝড় দেখা দিল। সুবর্ণসিকতা, পলাশিনী প্রভৃতি পার্বত্য নদীগুলির জলস্ফীতি ঘটল। নদী জ-লর উচ্ছ্বাস আর প্রলয়কালীন ঝ-ড় সমস্ত প্রতিকার ব্যর্থ ক-র পর্ব-তর চূড়া, গাছ, বাড়ির ছাদ সবকিছু -ভ-ঙ পড়ল। ঐ সমস্ত ঝ-ড় তড়া-গ সৃষ্টি হ-লা এক বিরাট ফাটল চারশ কুড়ি হাত লম্বা, চারশ কুড়ি হাত চওড়া এবং পঁচাত্তর হাত গভীর। ঐ ফাটল দিয়ে হ্রদের সব জল -বরি-য় -গল। হ্রদটি বালুকাময় মরুভূমি-ত পরিণত হ-লা। ঐ হ্রদটি প্রথ-ম -মীর্য চন্দ্রগুপ্তের সামন্ত রাজা পুষ্যগুপ্ত নির্মান করিয়েছিলেন, তারপর মৌর্য অশোকের সামন্তরাজা তুষাস্প এটিতে কয়েকটি প্রণালী যোগ করেন। রুদ্রদামার সময় ঝঞ্চাবিদ্ধস্ত এই বাঁধের জী-র্ণাদ্ধার সম্পন্ন হবার পর প্রশস্তির বর্ণনা অনুযায়ী এটি অতি চমৎকার অবস্থায় বর্তমান ছিল ঃ মহত্যুপচ-য় বর্ত-ত।

---

[27] Assistant Teacher in Sanskrit, Lafkarpur Rabindra Bidyapith for Girls (H.S.)

প্রথমে সুদর্শন হ্রদের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচিত হচ্ছে। রুদ্রদামা ও স্কন্দগুপ্তের জুনাগড় অভিলেখ দুটিতে এই হ্রদের ইতিহাস ধরা রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে এই হ্রদের অবস্থান ছিল গিরিনগ-রর কা-ছ ইদানীন্তন গির্নার পর্বত-ক ঘি-র। শুধু -সৌন্দ-র্যর জন্য এই হ্র-দর নাম সুদর্শন নয়, সুরাষ্ট্র-দ-শর জনগ-নর কা-ছ যুগ -থ-ক যু-গ প্রাণস্বরূপ ছিল এই হ্র-দর জল। ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার পরে সুদর্শন হ্রদ দুর্দর্শনে পরিণত হয় - মরুধন্বকল্পমতিভৃশং দুর্দশনম্ (রুদ্রদামার প্রশস্তি); অপীহ -লা-ক সক-ল সুদর্শনং পুমানহি দুর্দশনতাং গতং ক্ষণাত্ (স্কন্দগুপ্তের জুনাগড় প্রশস্তি)।

এই হ্রদের উৎপত্তির পেছনে প্রাকৃতিক ভূগোলের তিনটি উপাদান আছে - পর্বত, নদী ও গিরিখাত। একই অঞ্চলে দুটি বিখ্যাত পর্বতের অবস্থান ছিল উর্জয়ৎ ও রৈবতক। স্কন্দগুপ্তের জুনাগড় প্রশস্তিতে এ দুটিকে পৃথক পর্বত বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

সুদর্শন হ্রদটি ছিল অত্যন্ত দৃঢ়গঠন। এর দৈর্ঘ, প্রস্থ, উচ্চতার -কান সন্ধিস্থল নির্নয় করা -যত না। এর আবর্জনাসমূহ নির্গম-নর পথ ছিল। এককথায় হ্রদটির সুদর্শন নাম সার্থক। পূ-র্ব বর্ণিত হ-য়-ছ দুর্ঘটনার ফ-ল হ্রদটি মরুভূমির মত হ-য় -গল। এ সময় রুদ্রদাম-নর বয়স হয়েছিল বাহাত্তর বছর। তথানি তিনি গোব্রাহ্মনের হিতের জন্য, নিজের ধর্ম ও কীর্তিবর্ধ-নর জন্য তথা প্রজা-দর কল্যা-নর জন্য প্রজা-দর -কানরকম কর বৃদ্ধি না ক-রই নি-জর রাজ্য-কা-শর অ-র্থ ঐ হ্রদ ও -সতুবন্ধ পুনর্নির্মা-নর উদ্-যাগ ক-রছি-লন। -স সময় তাঁর মন্ত্রনাসচিব ও কর্মসচিব ঐ ফাট-লর বিশালতা এবং ঐ বিশাল -সতুবন্ধ পুনর্গঠ-নর জন্য অর্থব্য-য়র প্রাচুর্য বিচার ক-রই সম্ভবতঃ নিরুৎসাহতার সঙ্গে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করে রুদ্রদামনকে উক্ত কর্ম থেকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রজাগন সচিবদের অভিপ্রায় জানতে পেরে সেতুর পুনর্নির্মাণ বিষয়ে হতাশ হয়ে হাহাকার করতে থাকলে প্রজারঞ্জক রাজা রুদ্রদামন উক্ত সচিবদের পরার্মশ উপেক্ষা করে জনগনের কল্যানের জন্য এই কাজের ভার তাঁর অধিকৃত আনর্ত ও সুরা-ষ্ট্রর শাসক সুবিশাখ-ক অর্পন ক-রন। সুবিশাখ রাজা-দশ অনুসারে অল্পকালের মধ্যেই সেতুটিকে পূর্বাপেক্ষা তিনগুন শক্ত করে নির্মান করে হ্রদটির সংস্কার ক-র অধিকতর সুদর্শন ক-র -তা-লন। হয়-তা -সই সময় ভারতীয়রা জলকারিগরি বিদ্যায় ততটাই দক্ষ ছিল না, ফলে ইরানীয় বিশেষজ্ঞের অভিজ্ঞতা ও নৈপুন্যের প্রয়োজন হয়েছিল। পরে স্কন্দগুপ্তের সময় অবশ্য ভারতীয় পর্ণদত্তের পুত্র চক্রপালিতই ভগ্ন সেতুর সংস্কার সাধন করতে পেরেছিলেন। রুদ্রদামা ও স্কন্দগুপ্তের দুটি অভিলেখে সেতুধ্বংসের কারন হি-স-ব দুধর-নর সৃষ্টির উ-ল্লখ পাই। রুদ্রদামার প্রশস্তি অনুসা-র অগ্রহায়ন মা-সর ঘুর্ণিঝড়সহ বৃষ্টি -সতু-ত সাঙ্ঘাতিক রকম ভাঙন সৃষ্টি করে। স্কন্দগুপ্তের অভিলেখ অনুযায়ী ভাদ্রমাসে বর্ষাকালীন অবিরাম বৃষ্টিতে পার্বত্য নদীগুলির জলস্ফীতি ঘটছে ও তাদের সম্মিলিত জলরাশি হ্র-দ প্র-বশ ক-র -সতুর উপর প্রবল চাপ দি-চ্ছ।

মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামন নিজের অসাধারন বীরত্ব, শক্তি ও রণনীতির কৌশলে বহুদেশ জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন। তাঁর বিজিত দেশগুলির মধ্যে দেখা যায় পূর্ব ও পশ্চিম আকর, অবন্তি অর্থাৎ সমগ্র মালব রাজ্য, অনূপ মহিষ্মতী নগরীর নামান্তর, নীবৃৎ, আনর্ত, সুরাষ্ট্র বলতে গুজরাট ও কাথিয়াওয়াড় রাজ্য শ্বভ্র -- শাবরমতী তীরস্থ অঞ্চলসমূহ, মরু অর্থাৎ মারওয়াড়, কচ্ছ, সিন্ধু, -সৗবীর - সিন্ধু আববাহিকারই অঞ্চল বিশেষ, কুকুর - রাজপুতানার একটি অংশ, নিষাদ-পশ্চিমবিন্ধ্য ও আরাবল্লী প্রভৃতি সকল -দশ। রায়-চৗধুরির মতে সরস্বতী ও পশ্চিম বিন্ধ্য অঞ্চলই নিষাদগনের বাসভূমি ছিল। অর্থাৎ প্রায় সমগ্র পশ্চিমভারত ও মধ্যভারতের কিয়দংশ তাঁর অধিকৃত ছিল। শতদ্রুতীরবর্তী রাজ্যগুলি থেকে -যৗ-ধয়গণ-ক বিতাড়িত করায় ঐ অঞ্চলেও তাঁর আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দক্ষিণভার-তও তিনি তাঁর বিজয়-কতন -প্রাথিত কর-ত -প-রছি-লন তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় দক্ষিনাপথপতি সাতকর্নি-ক দুই-দুইবার পরাজয় করার বর্ণনার মাধ্য-ম।

রুদ্রদামন এই বিশাল ভূখন্ড জয় করে ক্ষত্রিয়কুলমধ্যে বিজয়বীর আখ্যা লাভ ক-রছি-লন। কিন্তু ঔদার্য ও মহত্ত্বের জন্য সাম্রাজ্যলোভী বলে নিন্দিত হননি। কারণ তিনি তাঁর বীরত্ব ও আধিপত্য বিস্তা-রর জন্য রাজন্যবর্গ-ক পরাস্ত ক-র-ছন কিন্তু কারও রাজত্ব ও রাজৈশ্বর্য আত্মসাৎ ক-রন নি। বিজিত রাজা-দর স্ব স্ব প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন -র-খছি-লন। ফলতঃ রুদ্রদামন ইতিহাসে দিগ্বিজয়ী একচ্ছত্র সম্রা-টর মর্যাদা লাভ ক-র-ছন।

এই প্রশস্তিতে তাঁর আভিগামিক গুণাবলি ও প্রতিফলিত হয়েছে। বলা হয়েছে তাঁর শাসনকা-ল নগর-নিগম-জনপদগুলি দস্যু, হিংস্র প্রাণী, রোগব্যাধি ইত্যাদি উৎপাত থেকে মুক্ত ছিল। সকল প্রজা তাঁর অনুরক্ত ছিল। তাঁর প্রভাবে তাঁর অধিকৃত প্রদেশগুলিতে মানুষ যথাযথভা-ব ধর্ম-অর্থ-কা-মর -সবা কর-ত পারত। রুদ্রদামা-ক যথার্থহ-স্তাচ্ছযাশিত ধর্মানুরাগঃ বলা হ-য়-ছ। এর তাৎপর্য হল বিচারসভায় ব-স তিনি ন্যায়বিচারই কর-তন। তাঁর সুশাস-ন প্রজারা সমৃদ্ধ হ-য়ছিল। ফ-ল তারা যথাসময় তা-দর -দয় বলি-শুল্ক-ভাগ ইত্যাদি কর প্রদান কর-ত পারত।

রুদ্রদামা প্রজা-দর কাছ -থ-ক এই -সতু সংস্কা-রর জন্য -কা-নারকম সাহায্য -ননিন। তিনি কর, বিষ্টি ও প্রণয়ক্রিয়া দ্বারা প্রজাদের পীড়ন না করেই ঐ বহু ব্যয়সাধ্য কার্যসম্পন্ন করেন। বিষ্টি হল পীড়নমূলক কর। প্রণয় হল জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে সংগৃহীত কর, এই কর প্রয়োগ করতে গিয়ে রাজা কৃষকদের দিয়ে অতিরিক্ত শস্য উৎপাদন করান। রাষ্ট্রের তীব্র আর্থিক সঙ্কটের সময়েই প্রণয়ক্রিয়া প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই ধরনের কর প্রজাপীড়নের নামান্তর। তাই -কৗটি-ল্যর ম-ত এই কর ‘‘সকৃ-দব ন দ্বি প্র-যাজ্যঃ’’। অন্যথা প্রকৃতি-কা-পর সম্ভাবনা থা-ক। রুদ্রদামার রাজ-কাশ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল ব-ল তাঁর প-ক্ষ কোনোরকম প্রজাপীড়ন ছাড়াই রাষ্ট্রের এই গুরুতর বিপর্যয় সামলা-না সম্ভব হ-য়ছিল।

রুদ্রদামা অত্যন্ত দয়াবান ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাং চ হি-ত হিতম্ এই -কৌটিল্যবানী -যন স্পষ্ট হ-য় উ-ঠ-ছ। রুদ্রদামা রাজনীতি শা-স্ত্র দক্ষ ছিলেন। গুজরাতের মত জলাভাবপীড়িত দেশের একমাত্র ব্যবহার্য জলের উৎস নষ্ট হয়ে যাওয়ার কুফল তিনি বু-ঝছি-লন। এই নীতিচক্ষু দি-য় -দ-খছি-লন এর ফ-ল শ-স্যাৎপাদ-নর ব্যাঘাত ও প্রজা-দর সম্পদহানি হ-ত বাধ্য যার প্রভাব -শষ পর্যন্ত রাজ-কা-শ এ-স পড়-ব। ক্ষীণ-কাশ রাজার সর্বনাশ অনিবার্য। মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যা-য় ৩৩ নং -শ্লা-ক বলা হ-য়-ছ যিনি সদাচার ও সুপ্রথা অবলম্বনপূর্বক রাজ্যশাসন ক-রন তিনি ক্ষীণ-কাশ হ-লও যশস্বী হন। -কৌটি-ল্যর নীতি ব-ল ভবিষ্য-ত লা-ভর আশা থাক-ল বর্তমা-ন ক্ষতিস্বীকার করা বি-ধয়। তাই মহান্ অনর্থ এড়াবার জন্য তিনি রাজ-কাশ -থ-কই বিপুল অর্থব্যয় ক-রন। তিনি ছি-লন অসাধারন বিদ্বান ও কলাবিদ্। শব্দ (ব্যাকরণ), অর্থ (অর্থশাস্ত্র) অথবা শব্দার্থ বিষ-য় প্রণীতশাস্ত্র (ব্যাকরণ), গান্ধর্ব্ববিদ্যা (নৃত্যগীত ইত্যাদি) ন্যায় (আণ্বীক্ষিকী বা তর্কবিদ্যা ইত্যাদি কঠিন সব শা-স্ত্রর পারণ (অভ্যাস)- ধারণ (-সই বিদ্যা-ক শিক্ষার পর স্মর-ণ রাখা) - বিজ্ঞান (বিশিষ্ট জ্ঞান, যা থাকলে সেই বিদ্যার যথার্থ উপযোগ করা যায়), প্রয়োগ (কার্যকা-ল অধীত বিদ্যা-ক ব্যবহার করার ক্ষমতা) দ্বারা তিনি বিপুল কীর্তি লাভ করেছিলেন। কৌটিল্যও রাজার বিনয় বা বিদ্যাভ্যাস প্রসঙ্গে বলেছেন- শুশ্রূষা-শ্রবণ-গ্রহণ-ধারণ-বিজ্ঞানো-হা-পাহ- তত্ত্বনিবিষ্টবুদ্ধিং বিদ্যা বিনয়তি নেতরম্ (১/৫)। মনু ও কৌটিল্যও আন্বীক্ষিকী ও দন্ডনীতিকে রাজার শিক্ষনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর শারীরিক -সৌন্দ-র্যর উ-ল্লখও কবি ক-র-ছন। তিনি প্রমাণ-মান-উন্মান-স্বর-গতি-বর্ণ- সার-সত্ত্ব ইত্যাদি পরম লক্ষণ ও ব্যঞ্জনা দ্বারা যুক্ত ছিলেন। তাঁর সহজাত কবিপ্রতিভা ছিল। প্রশস্তিকার রুদ্রদামা রচিত কা-ব্যর কথা বল-ত গি-য় তাঁর বি-শষণ দি-য়-ছন স্ফুট-লঘু-মধুর-চিত্র-কান্ত-শব্দসম-য়া-দারা-লঙ্কৃত-গদ্য- পদ্য-কাব্য-বিধান- প্রবী-ণন রুদ্রদামার সাম্রা-জ্য অমাত্যও প্র-দশ শাসক নি-য়া-গর সময় -কৌটিল্যকথিত অমাত্যসম্প-দর প্রতি সতর্ক অবধান থাকত। এই অভিলেখে তাঁর মতিসচিব ও কর্মসচিবদের অমাত্যগুণসমুদ্যুক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সেতু সংস্কারের জন্য সুরাষ্ট্র ও আনর্তের শাসনকর্তা সুবিশাখকে নিযুক্ত করেছিলেন। সুবিশা-খর ম-ধ্য যথেষ্ঠসংখ্যক অমাত্যগুণ ছিল। তাছাড়া তিনি অর্থ ও ধর্ম বিষয়ের যথাযথ অনুষ্ঠান ও ন্যায়বিচার (যথাবত্ব্যবহারদর্শন) দ্বারা -লাকপ্রিয় হ-য়ছি-লন আর সুশাস-নর মাধ্যমে প্রভুর ধর্ম কীর্তি ও যশ বৃদ্ধি করেছিলেন। কৌটিল্যকথিত যেসব আমাত্যগুনের সঙ্গে এই গুনগুলির তুলনা হতে পারে সেগুলি হল যথাক্রমে - স্ববগ্রহ, স্তম্ভচাঞ্চল্যবর্জিত, অভিজাত, শুচি, সংপ্রিয়। যে গুনগুলি অনুমেয় সেগুলি হল দক্ষ, উত্সাহযুক্ত ও ক্লেশসহ।

সুদর্শন হ্র-দর সংস্কার সাধন ক-র রাজা রুদ্রদামন ইতিহা-সর পাতায় চিরস্মরনীয় হ-য় থাকবেন এবং তিনি তাঁর চরম মহত্ত্ব ও ঔদার্যের প্রকাশ ঘটান, রাজা রুদ্রদামন ছিলেন বিনীত রাজা, মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যা-য় ।।৩৯।। নং -শ্লা-ক বলা হ-য়-ছ ‘‘বিনীতাত্মা হি

নৃপতি র্ন বিনশ্যতি কর্হিচিৎ'' রাজা রুদ্রদামন অর্থশাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা বিনীত ছিলেন, এবং বিনীতাত্মা নৃপতি হওয়ায় এত বড় বিপদের সঙ্গে তিনি বোঝাপড়া করেছিলেন।

তথ্যসূত্র ঃ-

১) ছতঁদবতয়ধবয়ক্ষঁ, এ.ই. - ঙষরভঢ়ভদতর এভড়ঢ়ষক্ষঁ ষপ অশদভনশঢ় ঐশধভত, ঘঃপষক্ষধ ঞশভৎনক্ষড়ভঢ় ঙক্ষনড়ড়, গনং ঈনরবভ, ১৯৬৫.

২. জভক্ষদতক্ষ, ঈ.ই- ড়নরনদঢ় ঐশড়দক্ষভসঢ়ভষশড়, ৎষর ১, ২শধ নধভঢ়ভষশ, ঞশভৎনক্ষড়ভঢ় ষপ ইতরদয়ঢ়ঢ়ত, ১৯৬৫.

৩) চক্রবর্তী, রনবীর ১) প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে। ইতিহাস গ্রন্থমালা, দ্বিতীয় সংস্করন আনন্দ পাবলিশার্স, বঙ্গাব্দ ১৪০৯

৪) ব-ন্দ্যাপাধ্যায় মান-বন্দু - মনুসংহিতা সংস্কৃত পুস্তকভান্ডার।

৫) ব-ন্দ্যাপাধ্যায় মান-বন্দু - -কৌটিলীয়ম অর্থশাস্ত্রম্ সংস্কৃত পুস্তকভান্ডার।